সংবাদ সম্মেলন

জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা। ৯ জৈষ্ঠ, ১৪২০। ২৩ মে ২০১৩।

জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪: জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনার সমন্বয় ও অগ্রাধিকার

১. জলবায়ু-সমন্বিত জাতীয় উন্নয়ন বাজেট কেন প্রয়োজন?

বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের জলবায়ু বিপর্যস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকার দেশের দারিদ্র দূরীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভিশন-২০২১ ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানের (৩১%) অর্ধেকে নামিয়ে আনা হবে। সরকার এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখেই প্রতি বছর জাতীয় বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) বাস্তবায়নের চেষ্টা করে আসছে।

> কিন্তু সরকারের এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হতে পারে যদি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য একটি কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আর্থিক পরিকল্পনা না করা হয়। বিশেষ করে বাৎসরিক জাতীয় বাজেট এবং তার কর্মপরিকল্পনার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার সমন্বয় না থাকে।

দ্বিতীয়ত, অতীতে এরকম একটি ধারণা ছিল যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহানুভূতিমূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে এবং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ বৈদেশিক আর্থিক সহায়তা পাবে, যে অর্থ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহ সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে:

> বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ধনী দেশগুলোর বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় তারা বাংলাদেশসহ জলবায়ুতাড়িত দরিদ্র দেশগুলোকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা করছে না।

সুতরাং এরকম একটি অবস্থায় বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে ভবিষ্যত অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি সচল রাখতে হলে সরকারকে নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমেই তা করতে হবে। সরকার বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু তারপরও, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহকে বিবেচনায় রাখলে এবং জাতীয় পরিকল্পনা, বিশেষ করে, জাতীয় বাজেটের সাথে তা সমন্বয় করা সম্ভব হলে তা আরও কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক এবং স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

২. জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের পরিকল্পনা ও কৌশল

বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করেছিলেন, তারা একটি সমন্বিত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। যার ফলে দেশ থেকে দারিদ্র দুর হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে। সেই আলোকে সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করার কথাও সেখানে বলা হয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কর্মপরিকল্পনার (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগ এবং অধিদপ্তরসমূহে) বাস্তবায়ন কৌশল এবং আর্থিক বরাদ্দের রূপরেখা কী হবে সে বিষয়ে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নাই। ফলে বাৎসরিক পরিকল্পনা বা জাতীয় বাজেটে এসে আমরা সেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কোন প্রতিফলন দেখতে পাইনা।

তবে বৈশ্বিক আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) প্রণয়ন করেছে এবং প্রতি বছর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেট থেকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড, BCCTF এর মাধ্যমে একটা থোক বরাদ্দ দিয়ে আসছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই মুলত বিসিসিএসএপি'তে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

> কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিসিসিএসএপি একটি একক (Standalone) কর্মপরিকল্পনা এবং এর মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত কর্মসূচির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরবরাহ-তাড়িত (Supply driven) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতীয় ও অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদার সাথে এটি অনেকাংশেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তাছাড়া, সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনায় ৬টি বিষয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (যথা: খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, প্রশমন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি) রয়েছে। সেখানে ৪৪টি কর্মসূচির অধীনে ১৪৫টি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

> এই ৪৪টি কর্মসূচির মধ্যে ২৮টিই জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনও প্রকার ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার সূচি নাই এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কোন খাতে কত বরাদ্দ প্রয়োজন, তারও কোন আর্থিক প্রাক্কলন নাই।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে বিসিসিএসএপি'র অধীনে অর্থায়ন (ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অর্থায়ন) ও বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহ সরকারের সাধারণ উন্নয়ন কর্মসূচির বর্ধিত অংশ (Incremental work), যার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশলগত সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। যে কারণে এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে যে, সরকার যে সকল খরচকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা খরচ বলে বিবেচনা করছে তা আসলে কতটুকু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর?

৩. প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় জলবায়ু-সমন্বিত বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া/ কৌশল অন্তর্ভুক্ত নয়

ক. প্রাক-বাজেট আলোচনা সংসদে হয় না

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হলেও এর বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি আসলে গণতান্ত্রিক নয়। কারণ, বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার চাহিদা আসা উচিত জনগণের কাছ থেকে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে। অর্থাৎ বাজেট এবং উন্নয়ন কর্মসূচির চাহিদা জাতীয় সংসদের মাধ্যমে উত্থাপিত হবে এবং সেখানে এই চাহিদা বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা হবে এবং তার আলোকে জাতীয় বাজেট প্রণীত হবে।

> কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশে জাতীয় সংসদে বাজেট প্রণয়নের ব্যাপারে আলোচনার কোনও সুযোগ নাই। যে কারণে জনপ্রতিনিধিগণ তাদের এলাকার স্থানীয় জনগণের প্রকৃত চাহিদা সংসদে

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন এবং অনুমোদনের সুযোগ পান না। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রতিবছর 'প্রাক-বাজেট আলোচনা'র নামে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, বিশেষ করে, বুর্জোয়া শ্রেণীর চাহিদা ও তাদের সুবিধাদি কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে তার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থানীয় জনগণের চাহিদা কী এবং তা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে তা নিয়ে সংসদে আলোচনায় বসেন না।

ফলে যা হয় তা হলো, জনপ্রতিনিধিগণ বিভিন্ন যোগসাজশের আশ্রয় নেন এবং অগণতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। এর ফলে, স্থানীয় জনগণের প্রকৃত চাহিদা অপূর্ণই থেকে যায়, মাঝখান থেকে লাভবান হয় বিশেষ ব্যক্তি, বুর্জোয়া শ্রেণী-গোষ্ঠী, সরকারী অসৎ আমলা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় বাড়তে থাকে।

খ. দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কম

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তা পরিবীক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উপর। এটি মূলত UNFCCC প্রক্রিয়ার অংশ। যেহেতু, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এই মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অংশগ্রহণ একটি যৌক্তিক বিষয়। কিন্তু,

সামগ্রিক বিচারে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হলে বিশেষ কতগুলো মন্ত্রণালয়, যেমন পরিকল্পনা ও অর্থ, কৃষি, পানি সম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কমপক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়কে জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি জড়িত করতে হবে, যেটা সাংবিধানিক। পদ্ধতিগতভাবেই শুধুমাত্র বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। কারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার অর্থায়নের ব্যাপারে এসকল মন্ত্রণালয় সরাসরি জড়িত এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাংবিধানকিভাবে তারা ক্ষমতাবান। ফলে এদের সিদ্ধান্তের উপরই বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়।

জলবায়ু-সমন্বিত বাজেট করতে হলে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন কৌশলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে তা পরিবর্তন করা অনেকাংশেই সম্ভব হয় না। যে কারণে, অনেক সেক্টোরাল বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহিত কর্মসূচি থাকলেও আর্থিক বরাদ্দের সময় তা অবহেলা করা হয়। ফলে সেক্টর ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রাটি আর অর্জিত হয় না এবং এটা হয়ত ভবিষ্যতে অন্য কোন সেক্টরের জন্য আরও নেতিবাচক আকারে দেখা দিতে পারে। সুতরাং জলবায়ু-সমন্বিত বাজেট করতে হলে এসকল মন্ত্রণালয়কে রাষ্ট্রীয়/সাংবিধানিক অঙ্গীকারের মধ্যে আসতে হবে বলে আমরা মনে করি। পরিবেশ মন্ত্রণালয় হয়ত সেক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান খরচ যথেষ্ট না

সরকার দাবি করে আসছে যে, গত ৩৫ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যেসব কর্মকান্ডে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা আদৌ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসুচির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে কি না। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি বৈশ্বিকভাবে ব্যাপক আলোচনায় উঠে এসেছে গত ৪-৫ বছর যাবৎ এবং আমরা তখনই এসব বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। যে কারণে আমরা এখনও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারিনাই এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশলগত রূপরেখা দাঁড় করাতে পারিনাই।

তার পরেও বলতে হবে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে এবং বিগত কয়েক বছর যাবৎ জাতীয় বাজেটে এ সংক্রান্ত কর্মসূচিতে অর্থ বরাদ্দ করছে এবং তার কিছু কিছু বাস্তবায়নও হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারী খরচের উপর UNDP এবং পরিকল্পনা কমিশন যৌথ উদ্যোগে একটি পর্যালোচনা (Climate change Public Expenditure Review-CPER, Oct 2012) করেছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারী খরচের অনেকগুলো বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন;

- প্রাথমিকভাবে এটা দৃশ্যমান যে, সরকার প্রতি বছর জাতীয় বাজেটের একটি অংশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে খরচ করছে। মোটামুটি হিসাবে এই খরচ জাতীয় বাজেটের ৬-৭% এবং আমাদের মোট GDP (Gross Domestic Product)'র ০.৯-১.১%। অবশ্য এই খরচ হিসাব করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেটের সম্মিলিত হিসাব থেকে।
- পর্যালোচনায় ২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২ এই তিন অর্থবছরের তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মসূচি জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং সেখানে গড় বৃদ্ধির হার প্রায় ৬.৬-৭.২%। পক্ষান্তরে, অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৭% থেকে ৫.২% এ নেমে এসেছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার নিজস্ব সম্পদ থেকে ৭৭% বরাদ্দ দিচ্ছে এবং বাকী ২৩% আসছে বিভিন্ন দাতা সংস্থার অনুদান এবং গৃহিত ঋণ থেকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের মতো সর্বোচ্চ দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ব্যয় যথেষ্ট কি না এবং এ ব্যয় প্রকৃত অর্থে জনগণের অভিযোজন চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না।

এ প্রসঙ্গে UNDP'র পর্যালোচনা প্রতিবেদন বলা হচ্ছে:

- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিতে প্রতিবছর সরকার যে বরাদ্দ দিয়ে আসছে তা কোনও সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদার আলোকে নির্ধারণ করা হয়নাই। বিভিন্ন সেক্টর এবং মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব বাজেট কর্ম-কাঠামোর (Budget Framework) আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে তার উপরই সরকারী বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। অথবা এসকল প্রকল্প বিসিসিএসএপি'র ৬টি বিষয়ভিত্তিক (Thematic area) উন্নয়ন কৌশলের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে সেখান থেকে বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে। ফলে, প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টিতে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়েছে অথবা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি সরকারী বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পটি স্থগিত করতে হয়েছে।
- সোজা কথায়, সরকার তার খরচের ক্ষেত্রে এমন কোনও হিসাব বিষয়ক সংজ্ঞা বা শ্রেণীবিন্যাস তৈরি করেনি, যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত খরচসমূহ চিহ্নিত করা এবং শ্রেনীবিন্যাস করা সম্ভব হবে। জলবায়ু খরচের ক্ষেত্রে কোনও Functional definition না থাকায় তা চিহ্নিত এবং শ্রেনীবিন্যাস করতে হচ্ছে অনেকটা বিষয়ভিত্তিক এবং নিজস্ব বিচার-বিবেচনার উপর ভিত্তি করে।

৫. অপরিকল্পিত প্রকল্প প্রণয়ন ও অর্থায়ন

যেহেতু জলবায়ু বিষয়ক পরিকল্পনায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোনও সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ও চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প নির্ধারণ এবং তার ভিত্তিতে বাজেট

প্রণয়ন করা হয় না সেহেতু মন্ত্রণালয়গুলো তাদের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বাজেট দিয়ে থাকে। ফলে কোনও মন্ত্রণালয় চাহিদা বা কার্যকারিতার বিচারে অপ্রয়োজনীয় এবং বেশি বরাদ্দ পায়, আবার কোনও মন্ত্রণালয় কার্যকারিতার দিক থেকে চাহিদাসম্পন্ন হলেও প্রয়োজনীয় বাজেট পায়না।

> CPER-এর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সরাকারের ৫৭টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের মধ্যে ৩৭টির জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কিছু না কিছু কর্মসূচি রয়েছে এবং বাকীগুলোর কোন কর্মসূচি নাই। এখানে অপরিকল্পিত অর্থায়নের আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে, বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩৭টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের মধ্যে ২৮টির কর্মসূচি ১টি বা ২টি প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং বাকী ৯টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের প্রকল্প সর্বনিম্ন ১২ থেকে সর্বোচ্চ ১০২টি।

এখানে হয়ত বলা হবে, বেশি বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে জলবায়ুর সম্পৃক্ততা বেশি। কিন্তু, দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশে জলবায়ু প্রতিরোধ সক্ষমতা গড়ে তুলতে হলে সকল মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরেরই কিছু না কিছু উন্নয়ন কর্মসূচি থাকতে হবে। সরকারের কৌশলগত পরিকল্পনার দুর্বলতার কারণেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরা মনে করি।

৬. বরাদ্দকৃত অর্থের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ

ঈচউজ এর পর্যালোচনায় আরও একটি প্রশ্ন স্পষ্ট হয়েছে, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত বছরগুলোতে যে পরিমাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে তা যথার্থ এবং প্রাসঙ্গিক কি না? দেখা গেছে, ৩৭টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় (২২.১%)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কৃষি (১৯.৭%) ও তৃতীয় স্থানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (১৭.৫%)। কম বরাদ্দ পাওয়া ২৭টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের সম্মিলিত অংশ হচ্ছে মাত্র (১১.৫%)।

> উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, বিগত তিন অর্থবছরে সর্বমোট ১,৩১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে এই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলেও কার্যকারিতা এবং প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বরাদ্দ ও খরচ করা মোট অর্থের মাত্র ৩.৮% সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত (Strongly Relevant), ৮.৬% তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পর্কিত (Significantly Relevant) এবং বাকী ৮৮.৬% খরচকৃত অর্থের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক অস্পষ্ট অথবা কিছুটা সম্পর্ক থাকতে পারে।

৭. আমরা কেন জলবায়ু সমন্বিত জাতীয় বাজেটের কথা বলছি?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনেকটাই স্পষ্ট যে, বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিকল্পনা একটি সামঞ্জস্যহীন জাতীয় দলিল এবং ভবিষ্যত কার্যকারিতার দিক থেকে এটি অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

> যেহেতু আমাদের দেশকে ভবিষ্যতে আরও দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে এবং একটি টেকসই জলবায়ু প্রতিরোধক্ষম অর্থনীতি এবং জীবনধারা নিশ্চিত করা আমাদের ভবিষ্যতের প্রধান লক্ষ্য এবং এখানে প্রযোজনীয় বিনিয়োগ আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকেই যোগান দিতে হবে, সেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনকে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করাই হবে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত।

সেক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদী ও কার্যকর জলবায়ু পরিকল্পনা এবং জলবায়ু-সমন্বিত জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সরকারকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে:

ক. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা **(BCCSAP) পুনঃপর্যালোচনা** করতে হবে এবং এই পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী (৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত করে (বিশেষ করে ৬টি বিষয়ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলের অধীনে প্রণয়নকৃত কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার সূচিতে তালিকায়ন করে) জাতীয় বাজেট প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন বরাদ্দ দিতে হবে।

খ. জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারকে **জলবায়ু-রাজস্ব বিষয়ক কর্মকাঠামোর (Climate Fiscal Framework)** উন্নয়ন করতে হবে। উক্ত কর্মকাঠামোর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সম্পদ সংগ্রহ কৌশল, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিভাগ এবং দপ্তর-অধিদপ্তরের দায়িত্ব, বেসরকারী খাতের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে একটি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকবে যার মাধ্যমে একটি কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হবে।

গ. সরকারের সকল বিভাগ ও **মন্ত্রণালয় তাদের মধ্যমেয়াদী বাজেট কর্মকাঠামোর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা** নিজেরাই প্রণয়ন করবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি নির্ধারণ করে জাতীয় বাজেটের আওতায় বাজেট বরাদ্দ নিবে। এক্ষেত্রে বিসিসিটিএফ থেকে প্রকল্প বরাদ্দ পাওয়ার আশায় এডহক ভিত্তিতে কোনও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিৎ হবে না। কারণ একটি কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু জলবায়ু বিষয়ক (বিশেষ করে অভিযোজন বিষয়ক) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ. পরিকল্পনা প্রণয়নে সংসদীয় প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে হবে। বাজেট ও জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি সংসদের **"জাতীয় বাজেট পরিকল্পনা বিল"** আকারে সংসদে উপস্থাপন এবং আলোচনা করতে হবে। সংসদে আলোচনার মাধ্যমে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুসারে বাজেট তৈরি ও বরাদ্দ দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে সংসদে নতুন আইন পাশ করতে হবে।

ঙ. জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সকল তহবিল (দেশীয়, দাতা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক তহবিল) **একটি সুনির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক (সরকারী, বেসরকারী, বিশেষজ্ঞ, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত), জবাবদিহিতামূলক** ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও পদ্ধতির মাধ্যমে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই কেবল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে জনগণে চাহিদার কার্যকর প্রতিফলন হতে পারে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ (বর্ণক্রম অনুসারে)

অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইক্যুইটিবিডি, এনসিসিবি, নেচার ক্যাম্পেইন বাংলাদেশ, প্রাণ, বাপা, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বিপনেট-সিডিবিডি, ভয়েস, সিএফজিএন, সিএসআরএল, সিডিপি, সিসিডিএফ এবং হিউম্যানিটি ওয়াচ

সচিবালয়: ইক্যুইটিবি, বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি (দ্বিতীয় তলা), সড়ক ৪, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭।

ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩,

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫, ইমেইল: info@equitybd.org

ওয়েব: www.equitybd.org